Bangladesh Securities and Exchange Commission
Enforcement Division
Enforcement Department
Market, Market Intermediaries, and Other Affairs Section
www.sec.gov.bd

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৮৭৫/২০২৫/ ৭২৩ তারিখঃ মে ১৭, ২০২৫

MS. Moniza Chowdhury
Managing Director (Former)
CWT Asset Management Company Limited
House: 11 (Flat: 2B, Navana Shefali), Road: 14, Gulshan (Circle -1)

বিষয় : আদেশ।

কমিশনের আদেশ **নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৮৭৫/২০২৫/৭২৪** তারিখ: মে ১৭, ২০২৫ এর সত্যায়িত অনুলিপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে,

১৭/০৫/২০২৫

মুহাম্মদ সাদেকুর রহমান ভূঁইয়া
সহকারী পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)
ই-মেইল- msrahman@sec.gov.bd

অবগতির জন্য অনুলিপি:

১. চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিএসইসি।
২. পিও টু সকল কমিশনার, বিএসইসি।
৩. পিও টু নির্বাহী পরিচালক, এনফোর্সমেন্ট, বিএসইসি।
৪. পিও টু নির্বাহী পরিচালক, আইসিটিডি, বিএসইসি।
৫. নির্বাহী পরিচালক, এমআইএডি, বিএসইসি।
৬. পিও টু পরিচালক, এনফোর্সমেন্ট, বিএসইসি।

Bangladesh Securities and Exchange Commission
Enforcement Division
Enforcement Department
Market, Market Intermediaries, and Other Affairs Section
www.sec.gov.bd

As per বিধি ৩৩ (৯) of the সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১, an asset management company cannot change it management without prior approval of the Commission. As Chief Executive Officer (CEO) is a part of management so this post requires prior approval of the Commission. However, CWT Asset Management Company Limited **did not take approval from the Commission to appoint Mr. MD. Tareq Ibrahim as Chief Executive Officer (CEO) of the AMC**. Mr. MD. Tareq Ibrahim, as Chief Executive Officer, gets regular salary/remuneration from the company.

"কমিশনের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত সম্পদ ব্যবস্থাপকের ব্যবস্থাপনায় কোন প্রকার পরিবর্তন করা যাইবেনা।"

Contravention:

The existing management of CWT Asset Management Company Limited has violated-

- বিধি ৩৩ (৯) of the সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১. *by not taking prior approval of the Commission regarding appointment of Chief Executive Officer (CEO)*

As per বিধি ৩৩ (৩) of the সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১, the Asset Management Company has to submit audit financial statements within 3 (three) months from the closing of each financial year.

"সম্পদ ব্যবস্থাপক উহার প্রতিটি হিসাব বৎসের নিরীক্ষিত হিসাব, হিসাব বৎসর শেষ হইবার তিন মাসের মধ্যে, কমিশন, ট্রাস্টি ও হেফাজতকারীর নিকট দাখিল করিবে"

However, CWT Asset Management Company Limited **did not submit** the audited financial statements for the ended on 30 June 2021. Moreover, the asset management company **delayed submitting** the audited financial statements for the year ended on 30 June 2022.

Contravention:

CWT Asset Management Company has violated:

- বিধি ৩৩ (৩) of সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১. *By not/delay submitting the audited financial statements of the company*

It is found from the inspection report that the inspection team faced noncooperation from CWT Asset Management Company Limited. As per the inspection report:

"পরিদর্শন কমিটি ১৬ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র চেয়ে সম্পদ ব্যবস্থাপকের নিকট একটি চিঠি ইস্যু করে ২৯ অক্টোবর ২০২৩ (প্রায় ১৪ দিন সময় দিয়ে) তারিখের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তথ্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন।

পরবর্তীতে সম্পদ ব্যবস্থাপক কমিশন বরাবর ১ মাসের সময়বৃদ্ধির আবেদন করেন কিন্তু কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে পরিদর্শন কর্মকর্তাকে সময় বৃদ্ধির বিষয়ে কোন তথ্য জানানো হয়নি। ইতিমধ্যে কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক পরিদর্শনের সময় (Visiting Date) চলে আসলে পরিদর্শন কর্মকর্তাবৃন্দ গত ২৯ অক্টোকর CWT Asset Management Company তে পরিদর্শনের জন্য যান।

পরিদর্শন কমিটি সম্পদ ব্যবস্থাপকের অফিসে উপস্থিত হলে মিস্টার মোহা: হারুনুর রশিদ, হেড অব একাউন্টস, পরিদর্শন কমিটিকে রিসিভ করেন। পরিদর্শন কর্মকর্তাবৃন্দ মিস্টার মোহা: হারুনুর রশিদের কাছে কমিটি কর্তৃক চাহিত তথ্য ও কাগজপত্র দাখিল সম্পর্কে জানতে চাইলে সম্পদ ব্যবস্থাপক কোন প্রকার কাগজপত্র দাখিল করতে পারেনি। পরবর্তীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে মিস্টার মোহা: হারুনুর রশিদ, হেড অব একাউন্টস, জানান যে, তাদের মোট ৪ (চার) জন

মুহাম্মদ সাদেকুর রহমান
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

কর্মকর্তা রয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা যাঁচাইয়ের উদ্দেশ্যে পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠানের হাজিরা খাতা বা ডিজিটাল এটেন্ডেন্স এবং সর্বশেষ মাসের স্যালারি স্টেইটম্যান্ট দাখিল করতে বলা হলে উক্ত কর্মকর্তা আর পরিদর্শন কমিটির সামনে আসেনি। পরবর্তীতে, মিসেস মনিজা চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কল করে পরিদর্শন কর্মকর্তাকে উনি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন।

পরবর্তীতে মিসেস মনিজা চৌধুরী এসে অনেকটা রাগান্বিতস্বরে কমিশন কেন উনার প্রতিষ্ঠানকে Inspection এর জন্য নির্দেশনা জারি করেছেন সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেন এবং অপমানজনক কথাবার্তা বলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সামনে এহেন ব্যবহারে কমিশনের পরিদর্শন কর্মকর্তাবৃন্দ বিব্রত বোধ করেন ও অপমনিত হন। মিসেস মনিজা চৌধুরী পরিদর্শন কর্মকর্তাকে অভিহিত করেন যে, তারা কোনরুপ হাজিরা খাতা (Attendance Sheet) রাখেন না এবং উনি উনার কর্মকর্তাদের স্যালারি স্টেইটম্যান্ট দিবেন না। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতি বিবেচনায় পরিদর্শন কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত অফিস ত্যাগ করেন।

কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে সম্পদ ব্যবস্থাপকের সময় বৃদ্ধির আবেদনটি নামঞ্জুর করা হলে মিসেস মনিজা চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক CWT Asset Management Company Limited, পরিদর্শন কমিটির নিকট আংশিক কাগজপত্র দাখিলের জন্য কমিশনে আসেন এবং পুণরায় উনার প্রতিষ্ঠানকে Inspection দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেন। এক পর্যায়ে তিনি পরিদর্শন কর্মকর্তাকে পরিদর্শন থেকে পরিবর্তন করে দিবেন বলে জানান। কমিশনে এসে তাঁর প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সামনে এহেন আচরণে পরিদর্শন কর্মকর্তাগণ অপমানবোধ করেন। পরিদর্শন কর্মকর্তাগণ অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, পরিদর্শনের মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, ভুলত্রুটি নিরূপণ, সাম্ভব্য ঝুঁকি ও সিকিউরিটিজ আইনের যথাযথ পরিপালন বিষয়টি উঠে আসে, যা প্রতিষ্ঠানের জন্য কল্যাণকর।"

From the observation of the inspection report, it appears that the level of non-cooperation and misconduct from the CWT Asset Management and its employees, especially the Managing Director- Ms. Moniza Chowdhury, towards the inspection team was extreme, disgraceful, and derogatory to the Commission, which is a clear contravention of –

- বিধি ৭৫(১), ৭৬(৩), ৭৭(১) **of the** সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১

যেহেতু, উর্পযুক্ত আলোচ্য বিষয়ে আইন ভঙ্গের কারণে কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ র্কতৃক ২০ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং তারিখের বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৮৭৫/২০২৪/৬৬৪ স্মারকমূলে CWT Asset Management Company Ltd. এবং সংশ্লিষ্টদেরকে ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং তারিখে কারণ প্রর্দশন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়। শুনানীতে উপস্থিত হয়ে এর পক্ষে Mr. Md. Tareq Ibrahim এবং Mr. Muhammad Harunur Rashid নিম্নলিখিত বক্তব্য দাখিল করেন:

"***Contravention 1:***
Response:

.....During the timeline, there were a lack of liquidity of debt securities in the market which resulted in low trade volume
CWTAMC's current mutual fund's holding in debt securities is above 3% as of 31 December 2024 and therefor it is in full compliance.
Imposition of floor price hampers the mobility of the fund. It resulted in the liquidity crisis, making it difficult to invest in new securities as many shares of many companies remained untradeable. CWTAMC had limited scope to forward its investment decision in the given scenario
Low interest rate of debt securities (e.g. 5-Year, 10-Year, 15-Year, 20-Year etc.) reduce their attractiveness in that time.

Contravention 2:
Response:

We are pleased to confirm that the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC), through a communication from Ms. Umme Salma, Deputy Director (Registration), formally approved the appointment of Mr. Md. Tareq Ibrahim as both Chief Executive Officer and Chairman of CWT Asset Management Company Ltd. (CWTAMC). This approval was granted on February 12, 2019, under Reference Number BSEC/Reg/AMC-264/2017/35.

মুহাম্মদ সাদেকুর রহমান ভূঁইয়া
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

Contravention 3:
Response:

We sincerely acknowledge the delay in submitting the audited financial statements, which was caused by internal administrative oversight during the COVID-19 pandemic, Government declared lock-down for several time, therefore our officials are doing work from home and it became challenging to print and compile all the necessary documents for submission to BSEC in a timely manner
Mr. M M Tanzir Hasin (Incharge of Operation) and Mr. Pranoy Barua (Head of Accounts), two of our key personnel resigned and we were not made aware of whether the financial statements had been submitted to BSEC by them
We recognize the importance of timely compliance and deeply regret this lapse. However, we have since rectified this issue and have already submitted the pending audited financial statement to BSEC.

Contravention 4:
Response:

BSEC issued a letter dated October 16, 2023 (Ref. No. BSEC/SMMID/AMC/2021/704) instructing us to submit extensive documentation by October 29, 2023. As a small asset management company with limited manpower, it was difficult to compile and submit such a large volume of documents within this short period (30 no. of requisition for last three years resulting huge volume of data). Additionally, key personnel, including our Head of Accounts, Mr. Muhammad Harunur Rashid, was on paternity leave (2nd baby born on 23rd October 2023), and Investment Analyst, Mr. Shadab Shahriar Bhuiyan, was out of the country for medical treatment. Furthermore, several requested documents required coordination with third parties, such as Trustees, Custodians, and Brokers, which added to the time constraints.

Recognizing these challenges, we submitted two formal time-extension requests:

On October 22, 2023, addressed to the Honorable Chairman through Mr. Md. Abdus Salim, Deputy Director (Supervision of Market and Market Intermediaries Department), and Mr. Md. Hasan, Assistant Director (Mutual Fund, CIS & Securitization Department).

On October 25, 2023, addressed to the Honorable Chairman through Mr. Md. Motiur Rahman, Assistant Director (Supervision of Market and Market Intermediaries Department).

While waiting for response of our requests, the inspection team visited our office on October 29, 2023. We received them with full cooperation and explained our situation. When they requested immediate access to documents, we humbly informed them that compilation was ongoing and we would submit everything at the earliest. The team also requested attendance and salary records on the spot. Given that some employees were working remotely, we requested additional time to arrange these records properly.

Subsequently, on November 2, 2023, we submitted formally most of the requested documents (23 documents out of 30) physically via Ref. No. CWTAMC/BSEC/2023/1102. We also explained each document in detail and continued to communicate and cooperate with the inspection team both in person and over the phone.

We regret any misunderstanding that may have occurred during the inspection process and acknowledge the importance of maintaining professional communication at all times. Our former Managing Director, Ms. Moniza Chowdhury, did not intend any disrespect or non-cooperation. If any unintended friction arose, we sincerely apologize and assure you that we will take necessary measures to prevent such incidents in the future. ....."

যেহেতু, CWT Asset Management Company Ltd. - এর উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উপস্থাপিত অভিযোগসমুহ সঠিক, সেহেতু এক্ষেত্রে CWT Asset Management Company Ltd. -এর ব্যাখ্যা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত

মুহাম্মদ সাদেকুর রহমান
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

Bangladesh Securities and Exchange Commission
Enforcement Division
Enforcement Department
Market, Market Intermediaries, and Other Affairs Section
www.sec.gov.bd

যেহেতু, CWT Asset Management Company Ltd. - এর উপর্যুক্ত কর্মকান্ডের ফলে BSEC/CMMRCD/2009-193/19 dated 23 May 2021, BSEC/CMMRCD/2009-193/54 dated 19 February 2023 এবং বিধি ৩৩ (৩), ৩৩ (৯), ৭৫(১), ৭৬(৩), ৭৭(১) of the সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ লংঘন করেছেন, যা সিকিউরিটিজ আইনের পরিপন্থী;

যেহেতু, Ms. Moniza Chowdhury পরিদর্শন দলকে সহযোগিতা করেননি এবং উক্ত দলের সাথে CWT Asset Management Company Ltd. এর দায়িত্বে থাকা কালীন সময়ে অপমানজনক এবং অসদাচরণ করেছেন যা বিধি ৭৫(১), ৭৬(৩), ৭৭(১) of the সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

যেহেতু, Ms. Moniza Chowdhury -এর উপর্যুক্ত কর্মকান্ড Section 18 of the Bangladesh Securities and Exchange Act, 1993 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে আলোচ্য ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য Ms. Moniza Chowdhury -কে অর্থদন্ডে দন্ডিত করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Section 18 of the Bangladesh Securities and Exchange Act, 1993 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে-

- Ms. Moniza Chowdhury কে **পরিদর্শন টিমকে সহযোগিতা না করায় এবং উক্ত টিমের সাথে অসদাচরণ করায় সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান লংঘনের দায়ে ১.০০ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত** করল যা অত্র আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে, অন্যথায় সিকিউরিটিজ আইন মোতাবেক পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও Ms. Moniza Chowdhury কে **বাংলাদেশের পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানে কোন ধরণের ব্যবস্থাপনায় বা অন্যকোনভাবে নিযুক্ত হওয়া বা থাকার ক্ষেত্রে ৩ বছরের জন্য নিষিদ্ধ** করা হলো। অন্যথায় সিকিউরিটিজ আইন মোতাবেক পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

মোঃ আলী আকবর
কমিশনার
২৭/০৮/২০২৫

বিতরণ:

1. **Ms. Moniza Chowdhury**
   Former Managing Director
   CWT Asset Management Company Limited
   House: 11 (Flat: 2B, Navana Shefali), Road: 14, Gulshan (Circle - 1)
   Dhaka - 1212.

স্বাক্ষরিত
২৮.০৮.২০২৫
মুহাম্মদ সাদেকুর রহমান ভূঁইয়া
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন